বালযতি

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

সে অনেক দিনের কথা। তখন সাধুরা শহর-জনপদ-গ্রামগঞ্জ থেকে চেলা সংগ্রহ করতেন। কাছে রেখে তাদের শিক্ষা দিতেন। লোককল্যাণে গড়ে দিতেন জীবন। পথে-ঘোরা জীবন। কোনওদিন ভিক্ষা মেলে, কোনওদিন বা নদীর জল পান করেই কাটে। এক সাধু আত্মমগ্ন হয়ে একা একাই নেচে নেচে চলেছেন। কাঁধে ঝোলা, হাতে মন্দিরা, পায়ে ঘুঙুর। গান ধরেছেন—''পথ যে আমায় টানে/ দু-চোখ মেলে পথের শোভা কোন মালিকের দানে/ অফুরন্ত বাড়-বাড়ন্ত নেই/ কোথায় শুরু কোথায় বা শেষ তার ঠিকানা নেই।/ দিচ্ছে যে-জন ভরা হাতে/ তারে দেখতে নারে কেউ।/ ছন্নছাড়া পাগল যে-জন/ তার কানে হয় সুরের রণন।/ ক্ষেপা এদেশ ছেড়ে ওদেশ ছেড়ে/ যায় সে অনেক দূর/ আসন করে বসবে সে কি/ বলবে বসে হল এ কি/ এখনও যে বাকি অনেক/ পথ যে অনেক দূর।'' হঠাৎ কী ভাবান্তর হল। পশ্চিমে মোড় নিয়ে ধরলেন এক গ্রামের পথ। দেখলেন এক বালককে। ভারি মায়াময় চোখ দুটো তার। কোনও বন্ধন নেই। অযত্নের শরীর। খোঁজ নিয়ে জানলেন ছেলেটি অনাথ—বাবা-মা নেই। এক প্রতিবেশীর ঘরে থাকে। তারা ছেলেটিকে সাধুর হাতে সঁপে দিল। সাধু তাকে সঙ্গে নিলেন। তাঁর সঙ্গী পাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হল।

ছেলে যেন মুক্ত বিহঙ্গম। সাধুর সঙ্গে চলে গেল বনের পথে। সাধুকে তার ভাল লাগে। সে যেন পাঁকাল মাছের মতো। আসক্তি নেই, তাই আনন্দের অভাব নেই। খিদে পেলে জল খায়। ফল পেলে এনে দেয় সাধুর কাছে। মিষ্টি গলায় ডাকে—সাধুবাবা গো, ফল খাও। দুজনে চলতে চলতে এক গ্রামে এলেন। এক বুড়িমার ঘর, ছোট দাওয়া। ভারি খুশি বুড়ি। দুজনকে গুড়-মুড়ি ভিক্ষা দেয়। খুরিতে দেয় জল। একগাল হেসে বলে—ওমা, তাই ভাবছি, 'তুই থুলি' পাখি দুটো ডেকে গেল, কেউ আসে না কেন! তোমরা কদিন এখানে রও না কেন?

ক্লান্ত সাধুবাবা যেন নীড় পেলেন। কদিন বিশ্রাম দরকার। চেলাটি ছুটে ছুটে গাছপালা দেখছে। সবুজের গন্ধ তার নাকে। বুড়িমার বাগানে ফুল আপনি অযত্নে ফুটে আছে। এবার খোকা তাকায় ওপর দিকে—আকাশজোড়া নীলিমা। মনে হয় লাফিয়ে চলে যায় নক্ষত্রের দেশে। সেখানে মিটমিটিয়ে তারা জ্বলে। বলে—সাধুবাবা, আকাশে কারা থাকে?

—কেন, তুমিই তো আকাশ! তোমার নির্মেঘ

মন ছড়িয়ে আছে দিগন্তে নীলের সমুদ্রে।

সাধুবাবার প্রাণশক্তি যেন ক্ষীণ হয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত বালযোগীর মতো বালককে ডাকলেন। বললেন—বাবা, আমি চললাম অনন্তের রাজ্যে, তুই সাধন কর। অনেকটাই করা আছে। পাখিরা আসবে। তোকে ডাকবে। অপেক্ষা কর। আমি যাই। নারায়ণ নারায়ণ, গোবিন্দ পরমানন্দ!

সাধুর মৃত্যু দেখল বালক। কোথায় হারিয়ে গেল সাধুবাবা! সাধুর দেহ চিন্ময়। সে-দেহ মাটিতে সমাধি দেওয়া হল বুড়িমার ব্যবস্থায়। বালকের মনে হল একটা প্রাচীর ভেঙে গেল। এবার পাখিরা আসবে।

পথ মুক্ত। একদিন দেখল আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। মনে হল মায়ের আলুলায়িত কুন্তলের কথা। আকাশজোড়া সে-ছবি। মায়ের শুরু কই, শেষই বা কোথায়? বুড়িমার কুটিরে সে প্রতীক্ষা করে। একদিন গভীর রাত্রে ডানা ঝাপটানোর শব্দ। ওই তো কুটিরের মাথায় কারা এল! এবার গুরুগম্ভীর দুটো কণ্ঠস্বর—তুই থুলি না মুই থুলি। বালকের মনে হল ডাকাত পড়েছে নাকি! ধীরে ধীরে তার চোখের অন্ধকার কাটছে। বিশাল দুটো পাখি পরস্পরকে ওই একই প্রশ্ন করে চলেছে—তুই থুলি না মুই থুলি?

এবার বালকের অন্তরাত্মা জেগে উঠল। কে যেন ওই স্বরাঘাতে তাকে বলছে—এ-সংসারে কে কার? কেউ কারও অপেক্ষা করে না। সবই অনন্তে মিশতে চলেছে। একটা কালস্রোত টেনে নিয়ে চলেছে জীবজগৎ। ওই তো পাখি দুটো উড়ে যাচ্ছে বনের দিকে। তার অসম্পূর্ণ সাধন শেষ করতে ডাক এসেছে অনন্তের। অন্তরের কপাট যেন খুলে যাচ্ছে। নিজের মধ্যেই দেখছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র। ক্রমে মনের গভীরে বাজে ওঙ্কারধ্বনি। মেঘগর্জনের মতো শব্দে আলোর সমুদ্র এগিয়ে আসছে। তারপর শব্দ স্তব্ধ। শুধু আলোর বন্যা। কতক্ষণ যে তার মধ্যে কাটল! চেতনা এল ডানা ঝাপটানোর শব্দে। এবার তার মধ্যেও শোনে ওঙ্কারধ্বনি। যাত্রার সময় হল। বালক কোন এক গভীর আকর্ষণে মনে মনেই এগিয়ে চলে দূরের অরণ্যের দিকে।

হঠাৎ বুড়িমা বাইরে এল। আনমনে উচ্চারণ করল—তারা এসেছিল? পাখিরা?

—হ্যাঁ বুড়িমা, চলেও গেল বিরাট পাখা মেলে। ডেকে গেল আমাকে। এবার বিদায় দাও। আমার জীবন নতুন হয়ে গেল—যাই যাই—বলতে বলতে বালক তীরবেগে দৌড়তে লাগল বনের পানে। কী আছে কিছুই জানে না সে। একসময় থমকে দাঁড়াল—একজন বসে আছে, ওর মতোই চেহারা কিন্তু বয়স্ক। মুখভর্তি কালো দাঁড়িগোঁফ। এ কে?

—এসো। বোসো তোমার সাধনের আসনে। আমায় চিনতে পারলে না? আমিই তুমি।

আসন এবার আলোকিত হল। চারিদিকে ওঙ্কারধ্বনি। কানে এল কথা—পাখিরা সোপান দেখায়। তারাও সাধনা করে। হ্যাঁ, ভেসে উঠল আলোর তোরণ। বালক পা-পা করে এগিয়ে যাচ্ছে আসনের কাছে—যত এগোচ্ছে যেন শুনতে পাচ্ছে অনন্তের আহ্বান—যদেকমব্যক্তমনন্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তার পরিক্রমণ শেষ হল বোধ হয়। যে সেই অনাদি ধ্বনি শুনতে পায় তার জীবনতরণী তরতর করে ভেসে যায়। আলোকের রাজ্যে কার কখন ডাক পড়ে কেউ জানে না। আজ বালকযতির কানে বেজেছে চিরদিনের ডাক। সে-ডাক সুর হয়ে অন্তরের নিভৃতে গভীর মন্ত্রে ধ্বনিত হচ্ছে—কে জানে কোন অনন্তে আসন বিছাতে! কোন অনিকেত পৌঁছবে নিজ নিকেতনে! অপার জ্যোতিঃসমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বালযতি। কালের গণ্ডি ভগ্ন, সময়ের চন্দ্রাতপ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সমাধির মহাশিখরে আলোর উদ্ভাস। সেখানে চিরশান্তি, আনন্দগলিত নির্ঝর। জ্ঞান মৌনপুঞ্জের মতো নিষ্কম্প।